বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
(রেমিট্যান্স নীতি শাখা)

সার্কুলার পত্র নং- এফইপিডি(রেমিট্যান্স)৪৪/২০১৯-০৫

তারিখঃ ৩০ ফাল্গুন, ১৪২৫
১৪ মার্চ, ২০১৯

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে নিয়োজিত সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস ।

প্রিয় মহোদয়,

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্ব্রত পালন ১৪৪০ হিজরী/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রণীত "হজ প্যাকেজ ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ" আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০২। হজের সার্বিক খরচ ব্যতীত প্রত্যেক হজযাত্রী মার্কিন ডলার ১০০০/- (এক হাজার) বা এর সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে, হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে ভ্রমণ কোটা প্রযোজ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০৩। অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সার্কুলার পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ বর্ণনা মোতাবেক ।

(মুনিরা ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hajj.gov.bd

হজ প্যাকেজ ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

১৪৪০ হিজরি সনের ৯ জিলহজ তারিখে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট) সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমন করা যাবে। বাংলাদেশ হতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭,১৯৮ (সাত হাজার একশত আটানব্বই) জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) জনসহ সর্বমোট ১,২৭,১৯৮ (এক লক্ষ সাতাশ হাজার একশত আটানব্বই) জন পবিত্র হজ পালন করতে পারবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপভাবে হজ প্যাকেজ নির্ধারণ করা হলো।

২। **সরকারি ব্যবস্থাপনা:**

২.১ সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ গমনেচ্ছু প্রত্যেক যাত্রীর জন্য **প্যাকেজ নং-১** এ মোট খরচ **৪,১৮,৫০০.০০ (চার লক্ষ আঠার হাজার পাঁচশত)** টাকা মাত্র নিম্নরূপভাবে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১.	**বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট- Dedicated Hajj Flight:)**	
১.১	বিমান ভাড়া (**নীট ভাড়া এবং, সৌদি বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌ. রি., হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৩০ সৌ. রি. , এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫%ভ্যাট ৭৫ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০ টাকা, সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ৪ মা.ড. এবং এজেন্ট কমিশন ২৫ মা.ড.**)	১,২৮,০০০.০০
	উপ-মোট (১) =	**১,২৮,০০০.০০**
২.	**সৌদি আরবে বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ**	
২.১	**মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রী প্রতি সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৬৫০০ সৌ:রি:+মদিনা- ৯০০ সৌ:রি:+১% অতিরিক্ত ৬৫ সৌ.রি.) = ৭৪৬৫ সৌ:রি: x ২২.৫০ টাকা । **এর কমে বাড়ি পাওয়া গেলে অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) সৌদি আরবে হজযাত্রীদের ফেরত প্রদান করা হবে।**	**১,৬৭,৯৬২.৫০**
২.২	সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন{(জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি, সৌদি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযাদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ)}: ১৮১৭/- সৌদি রিয়াল (১৮১৭ x ২২.৫০)	**৪০,৮৮২.৫০**
২.৩	উন্নতমানের বাস সার্ভিস বাবদ (ভ্যাটসহ) : ১০০ সৌদি রিয়াল (১০০.০০ x ২২.৫০)	**২,২৫০.০০**
২.৪	জমজম পানি (ভ্যাটসহ) : ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫x২২.৫)	**২৫৯.৮৭**
২.৫	অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) : (হজযাত্রীদের মক্কা, মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ) ১২৬০ সৌদি রিয়াল (১২৬০.০০ x ২২.৫০)	**২৮,৩৫০.০০**
২.৬	ট্রেন ভাড়া (ভ্যাটসহ): মিনা-আরাফা ও আরাফা-মুযদালিফা-জামারা ট্রেন ভাড়া: ৫২৫ সৌদি রিয়াল (৫২৫.০০ x২২.৫০)	**১১,৮১২.৫০**
২.৭	জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা যাওয়ার সময় হাজীসাহেবদের জন্য আপ্যায়ন বাবদ (ভ্যাটসহ): ১০.৫০ সৌদি রিয়াল (১০.৫০x২২.৫০)	**২৩৬.২৫**
২.৮	লাগেজ পরিবহন (ভ্যাটসহ): (ফিরতি লাগেজ মক্কা-মদিনা হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত) ২১.০০ সৌদি রিয়াল (২১.০০ x ২২.৫০)	**৪৭২.৫০**
	উপ-মোট (২) =	**২,৫২,২২৬.১২**
	বি.দ্র.: এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাঁবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করা হলে হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ (১৭৮.৫x২২.৫০)=৪০১৬.২৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে।	
৩	**অন্যান্য খরচ :**	
৩.১	**স্থানীয় সার্ভিস চার্জঃ** আইডি কার্ড, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ	৮০০.০০

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
	হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি	
৩.২	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৩.৩	প্রশিক্ষণ ফি	৩০০.০০
৩.৪	চিকিৎসা কেন্দ্র ফি	১০০.০০
৩.৫	**খাওয়া খরচ:** (সৌদি আরবে ক্যাটারিং কোম্পানিকে প্রদেয় না হলে হজ অফিস, ঢাকা হতে বিমান যাত্রার পূর্বে ফেরত দেয়া হবে)।	৩০,০০০.০০
৩.৬	হজ গাইড বাবদ :	৬,৮৯০.০০
	উপ-মোট (৩) =	৩৮,২৯০.০০
	সর্বমোট (১+২+৩)=	**৪,১৮,৫১৬.১২ বা ৪,১৮,৫০০..০০**

নোট: (১) প্রতি সৌদি রিয়াল ২২.৫০ (বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে ধরা হয়েছে।

(২) যে সব ব্যক্তি **দুই বার বা তদূর্ধ্ব** হজ করেছেন অথবা হজ ভিসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু হজে গমন করেননি তাঁদের মধ্যে যারা ২০১৯ সনে পুনরায় হজ করবেন তাঁদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাটসহ অতিরিক্ত চার্জ সৌদি রিয়াল ২,১০০ (দুই হাজার একশত) সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক যে কোন চার্জ আরোপিত হলে তা পরিশোধ করতে হবে।

(৩) হজ প্যাকেজে রাজকীয় সৌদি সরকারের ৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৪) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫০ সৌ. রি. এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌ. রি. ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১৫৩০ টাকা সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদান করবে।

(৫) সরকার গড়ে ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য একজন করে গাইড নিযুক্ত করবে। গাইড হজযাত্রীর পক্ষে বাংলাদেশ ও সৌদিআরবে প্রশাসনিক কার্যাদির সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের হজের আহকাম ও আরকান পালনে সহায়তা করবেন। এছাড়া তিনি হজযাত্রীদের ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। কোন গাইড কোন হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হবেন না।

(৬) ***এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাঁবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করা হলে হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ (১৭৮.৫×২২.৫০)=৪০১৬.২৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে।***

তাছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ অতিরিক্ত ৫২৫ (পাঁচশত পঁচিশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১১,৮১২ (এগার হাজার আটশত বার) টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

২.২ সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ গমনেচ্ছু প্রত্যেক যাত্রীর জন্য প্যাকেজ নং-২ এ মোট খরচ ৩,৪৪,০০০.০০ (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১.	**বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট -Dedicated Hajj Flight) :**	
১.১	**বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া এবং, সৌদি বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌ. রি., হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৩০ সৌ. রি. , এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫%ভ্যাট ৭৫ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০/-, সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ৪ মা.ড. এবং এজেন্ট কমিশন ২৫ মা.ড.)**	১,২৮,০০০.০০
	উপ-মোট =	১,২৮,০০০.০০
২.	**সৌদি আরবে বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ :**	
২.১	**মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রী প্রতি সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৩৮০০+মদিনা ৯০০+১% অতিরিক্ত ৩৮)= ৪৭৩৮ সৌদি রিয়াল (৪৭৩৮×২২.৫০)	১,০৬,৬০৫.০০
২.২	সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন { (জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি, সৌদি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযাদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ)}: ১৮১৭ সৌদি রিয়াল (১৮১৭ × ২২.৫০)	৪০,৮৮২.৫০
২.৩	উন্নতমানের বাস সার্ভিস বাবদ (ভ্যাটসহ) : ১০০ সৌদি রিয়াল (১০০.০০ × ২২.৫০)	২,২৫০.০০
২.৪	জমজম পানি (ভ্যাটসহ) : ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫×২২.৫)	২৫৯.৮৭
২.৫	অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) : (হজযাত্রীদের মক্কা,মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার	২৮,৩৫০.০০

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
	তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ) ১২৬০ সৌদি রিয়াল (১২৬০.০০ x ২২.৫০)	
২.৬	জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা যাওয়ার সময় হাজীসাহেবদের জন্য আপ্যায়ন বাবদ (ভ্যাটসহ):১০.৫০ সৌদি রিয়াল (১০.৫০x২২.৫০)	২৩৬.২৫
২.৭	লাগেজ পরিবহন (ভ্যাটসহ): (ফিরতি লাগেজ মক্কা-মদিনা হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত) ২১.০০ সৌদি রিয়াল (২১.০০ x ২২.৫০)	৪৭২.৫০
	উপ-মোট =	১,৭৯,০৫৬.১২
বি.দ্র.: এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাঁবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করা হলে হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ (১৭৮.৫x২২.৫০)=৪০১৬.২৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে।		
৩	**অন্যান্য খরচ :**	
৩.১	**স্থানীয় সার্ভিস চার্জঃ** আইডি কার্ড, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি	৮০০.০০
৩.২	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৩.৩	প্রশিক্ষণ ফি :	৩০০.০০
৩.৪	চিকিৎসা কেন্দ্র ফি	১০০.০০
৩.৫	**খাওয়া খরচ:** (সৌদি আরবে ক্যাটারিং কোম্পানিকে প্রদেয় না হলে হজ অফিস, ঢাকা হতে বিমান যাত্রার পূর্বে ফেরত দেয়া হবে)।	৩০,০০০.০০
৩.৬	হজ গাইড বাবদ:	৫,৯২৪.০০
	উপ-মোট =	৩৭,৩২৪.০০
	সর্বমোট (১+২+৩)=	৩,৪৪,৩৮০.১২ বা ৩,৪৪,০০০.০০
নোটঃ	(১) প্রতি সৌদি রিয়াল ২২.৫০ (বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে ধরা হয়েছে। (২) যে সব ব্যক্তি **দুই বার বা তদূর্ধ্ব** হজ করেছেন অথবা হজ ভিসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু হজে গমন করেননি তাঁদের মধ্যে যারা ২০১৯ সনে পুনরায় হজ করবেন তাঁদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাটসহ অতিরিক্ত চার্জ সৌদি রিয়াল ২,১০০ (দুই হাজার একশত) সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক যে কোন চার্জ আরোপিত হলে তা পরিশোধ করতে হবে। (৩) হজ প্যাকেজে রাজকীয় সৌদি সরকারের ৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (৪) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫০ সৌ. রি. এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌ. রি. ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১৫৩০ টাকা সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদান করবে। (৫) সরকার গড়ে ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য একজন করে গাইড নিযুক্ত করবে। গাইড হজযাত্রীর পক্ষে বাংলাদেশ ও সৌদিআরবে প্রশাসনিক কার্যাদির সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের হজের আহকাম ও আরকান পালনে সহায়তা করবেন। এছাড়া তিনি হজযাত্রীদের ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। গাইডগণ হজযাত্রীদের ব্যক্তিগত সহকারী বা হজকর্মী নয় এবং কোন গাইড কোন হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হবেন না। (৬) *এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাঁবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করা হলে হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ (১৭৮.৫x২২.৫০)=৪০১৬.২৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে।*	
তাছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ অতিরিক্ত ৫২৫ (পাঁচশত পঁচিশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১১,৮১২ (এগার হাজার আটশত বার) টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।		

২.৩ **হজযাত্রীর প্রাপ্য সুবিধাসমূহ:** (ক) সৌদি আরব গমনের হজ ভিসা (খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সযোগে নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথে সরাসরি সৌদি আরবে যাওয়া-আসার সুযোগ (গ) **প্যাকেজ নং-১** এর হজযাত্রীগণ পবিত্র মক্কা আল মোকাররমায় ক্বাবা শরীফ থেকে **সর্বোচ্চ ১০০০ মিটার** ও মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে **সর্বোচ্চ ৬০০ মিটারের** মধ্যে আবাসন এবং (ঘ) **প্যাকেজ নং-২** এর হজযাত্রীগণ পবিত্র মক্কা আল মোকাররমায় ক্বাবা শরীফ থেকে ২ (দুই) কি: মি: এর মধ্যে আবাসন। বাড়ি ভাড়ার জন্য প্যাকেজে বর্ণিত অর্থে কাছাকাছি বাড়ি/ হোটেল ভাড়া করা সম্ভব না হলে ২. কি.মি. এর অধিক দূরত্বের আজিজিয়া এলাকায় অবস্থিত উন্নত মানের বাড়ি/ হোটেলে আবাসনের

ব্যবস্থা করা হবে। তাঁরা সৌদি সরকারের বিধান অনুযায়ী বাসযোগে প্রতিদিন হারাম শরীফে যাতায়াত করবেন এবং মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ ৬০০ মিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ফ্লাইট সিডিউলের কারণে সৌদি আরবে অবস্থান কাল ৩০-৪৫ দিন হতে পারে। মদিনায় আবাসন সৌদি বাড়ি ভাড়ার সিস্টেম অনুযায়ী ৮ (আট) দিন হবে, তবে চন্দ্রমাসের তারতম্যের কারণে সময় কিছুটা কম/বেশি হতে পারে (ঙ) ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে প্রতি জনের জন্য ০১ (এক)টি খাট, ১টি বিছানা, ১টি বালিশ ও ১টি কম্বল থাকবে (চ) কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে (কোন কোন কক্ষে অতিরিক্ত ফ্যান থাকতে পারে) (ছ) ৪-৬ জনের জন্য ১টি সংযুক্ত/কমন গোসলখানা/টয়লেট (জ) প্রতি বাড়িতে সাপ্লাইয়ের পানির ব্যবস্থা (ঝ) বাড়ির প্রতি কক্ষে/ফ্লোরে এক বা একাধিক ফ্রিজ ও টিভি (ঞ) প্রতি হাজীর জন্য মীনায় তাঁবুতে সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা (ট) অনুমোদিত রুটে জেদ্দা-মক্কা-মদিনা-মীনা-আরাফা-এ যাওয়া-আসার জন্য পরিবহন সুবিধা (ঠ) মক্কা ও মদিনায় সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা (ড) আশকোনাস্থ হজ ক্যাম্পের ডরমিটরিতে ফ্লাইট পূর্ব/পরবর্তী থাকার ব্যবস্থা, ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবারের ব্যবস্থা, হজের আহকাম-আরকান সম্পর্কে নিবিড় প্রশিক্ষণ, বইপুস্তক সরবরাহ এবং কাস্টমস/ ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাসযোগে বিমান বন্দরে পৌঁছানো (ঢ) **প্রতি ৪৪ জন** হজযাত্রীর জন্য ১ জন দক্ষ গাইড থাকবে।

২.৪ **সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধন:** জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৯ খ্রি. (১৪৪০ হিজরি) সনে নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা সমন্বয় হবে না। জামানত হিসেবে প্রদত্ত অবশিষ্ট ২৮,০০০/- (আটাশ হাজার) টাকা নিবন্ধনের সময় প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে। প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ আগামী ২৮/০২/২০১৯ তারিখ অথবা সরকার কর্তৃক পুণরায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সিস্টেমে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করবে। পরবর্তী সময়ে অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে হজযাত্রীকে হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম **(HMIS)** হতে তাঁর পিলগ্রিম আইডি **(PID)** প্রদানপূর্বক হজ নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। নিবন্ধন ভাউচারে উল্লিখিত সকল হজগমনেচ্ছু ব্যক্তি একই সাথে সফর করতে হবে। মহিলা ও শিশুসহ দলগতভাবে হজগমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ "মাহারামসহ একই সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন ফরম (ফরম-২)" যথাযথভাবে পূরণ করে তাঁদের নিবন্ধন ভাউচার গ্রহণ করবেন। ফরমটি হজের ওয়েবসাইটে "ফরমসমূহ" সেকশন হতে ডাউনলোড করা যাবে। যদি কেউ আলাদা ফ্লাইটে সফর করতে চান তাহলে অবশ্যই আলাদাভাবে নিবন্ধন করবেন। যে সব প্রাক নিবন্ধিত হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ জমা প্রদান করবেন না, তাঁরা হজে গমনে অনিচ্ছুক বলে গণ্য হবেন।

২.৫ (ক) **প্রাক-নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া:** সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করতে চান, তাঁকে ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং প্রসেসিং ফি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

(খ) **নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া:** সরকারি ব্যবস্থাপনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ খ্রি. (১৪৪০ হিজরি) তে হজের জন্য মনোনীত গমনেচ্ছু হজযাত্রীগণ তাঁদের পছন্দ মত হজ প্যাকেজ নির্ধারণ করে প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিবেন। কেউ যদি নিবন্ধন করে তাঁর হজযাত্রা বাতিল করতে চান তবে তাঁকে লিখিতভাবে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এর নিকট আবেদন করতে হবে এবং হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম হতে পিলগ্রিম আইডি বাতিল করা হবে। **এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু বিমান ভাড়া এবং খাওয়া খরচ বাবদ টাকা ফেরত পাবেন।**

২.৬ **(ক) পাসপোর্ট** : হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে **মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP)** সংগ্রহ করতে হবে। **যার মেয়াদ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত থাকতে হবে।** প্রাক-নিবন্ধনের সময় জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধনের যে নম্বর ব্যবহৃত হয়েছিল তা পাসপোর্টে ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর হিসেবে উল্লেখ থাকতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করা এবং পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে না গাঁথা বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র না করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

(খ) **ভিসা প্রাপ্তি:** হজযাত্রীদের জন্য ঢাকাস্থ হজ অফিসের মাধ্যমে সৌদি আরব গমনের ভিসা ও বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে। সময় মত ভিসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিবন্ধন ভাউচার ভিত্তিক সকল পাসপোর্ট যথাসময়ে হজ অফিস, ঢাকায় প্রদান করতে হবে। ফ্লাইটের পূর্বে পাসপোর্ট ও টিকিট হস্তান্তর করা হবে। পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে সকল হজযাত্রী পাসপোর্ট জমা করবেন না তাদের ভিসা বা টিকিট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা গ্রহণ করবেন না।

২.৭ **হজ ফ্লাইট** : সরকারি ব্যবস্থাপনায় সকল হজযাত্রী কেবল হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা দিয়ে সৌদি আরব গমনাগমন করবেন। হজযাত্রার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সৌদি ই-সিস্টেমে সকল তথ্য অগ্রিম প্রদান করে ভিসা করা হয় বিধায় পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রীকে নির্ধারিত ফ্লাইটেই হজে গমন ও প্রত্যাগমন করতে হবে।

২.৮ **মক্কা, মদিনা ও মিনার আবাসন:** সৌদি আরবে মক্কায় অবস্থিত কাউন্সেলর (হজ) এর সাথে পরামর্শক্রমে আশকোনাস্থ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা হজযাত্রীদের মক্কার বাসা বরাদ্দ করবেন এবং কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা হজযাত্রীদের মদিনার বাসা বরাদ্দ করবেন। হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি/হোটেলে ২ (দুই) বেডের কোন কক্ষ থাকবে না। সুতরাং

স্বামী-স্ত্রী বা মা-বাবা কিংবা শারীরিক সমস্যাজনিত কারো জন্য পৃথক কক্ষ বরাদ্দ সম্ভব নয়। মক্কা ও মদিনার বাড়ি নির্ধারণপূর্বক সৌদি ই-সিস্টেমে সকল তথ্য অগ্রিম প্রদান করে ভিসা করা হয় বিধায় পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রীর আবাসন চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। মিনার স্থান সীমিত হওয়ার কারণে মিনার তাঁবুতে সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাইজের বিছানা হাজীপ্রতি বরাদ্দ থাকবে। সকল হজযাত্রীকে একই ধরণের বিছানায় অবস্থান করতে হবে। কোন হাজীর জন্য একাধিক বিছানা বরাদ্দ সম্ভব নয়।

২.৯ **(ক) লাগেজ:** বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ ও কীটব্যাগ সরকারি উভয় প্যাকেজের হজযাত্রীগণকে স্ব-স্ব দায়িত্বে ক্রয় করতে হবে। এক্ষেত্রে হজ প্যাকেজের অনুচ্ছেদ-৪.২২ অনুসরণযোগ্য।

(খ) কুরবানী: কুরবানী খরচ বাবদ প্রত্যেক হজযাত্রীকে আনুমানিক সৌ. রি. ৫২৫ (পাঁচশত পচিশ) **সমপরিমাণ টাকা ১১,৮১২.০০ (এগার হাজার আটশত বার) টাকা পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।** কুরবানী সৌদি আরবস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর কুপন ক্রয়ের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। হজ অফিস, হজ এজেন্সি ও ট্রাভেল এজেন্সির হজযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট কুরবানী প্রজেক্টের কুপন বিক্রির বিষয়ে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (IDB) সাথে রাজকীয় সৌদি সরকারের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হলে সকল হজযাত্রীকে এ প্রজেক্টের অধীনে কুপন ক্রয়ের মাধ্যমে কুরবানীর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে উভয়ের সম্মতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কুপন ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

৩। বেসরকারি ব্যবস্থাপনা :

৩.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজযাত্রী প্রতি সর্বনিম্ন খাত ভিত্তিক ব্যয় :

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১.	**বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট -Dedicated Hajj Flight) :**	
১.১	বিমান ভাড়া (**নীট ভাড়া এবং, সৌদি বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌ. রি., হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৩০ সৌ. রি. , এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫%ভ্যাট ৭৫ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০/-, সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ৪ মা.ড. এবং এজেন্ট কমিশন ২৫ মা.ড.)**	১,২৮,০০০.০০
	উপ-মোট =	১,২৮,০০০.০০
২.	**সৌদি আরবে বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ :**	
২.১	**মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীপ্রতি-সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৩৮০০+মদিনা ৯০০+১% অতিরিক্ত ৩৮)= ৪৭৩৮ সৌদি রিয়াল (৪৭৩৮×২২.৫০)	১,০৬,৬০৫.০০
২.২	সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন { (জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি, সৌদি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযাদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ)}: ১৮১৭/- সৌদি রিয়াল (১৮১৭ × ২২.৫০)	৪০,৮৮২.৫০
২.৩	জমজম পানি (ভ্যাটসহ) : ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫×২২.৫)	২৫৯.৮৭
২.৪	অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) : (হজযাত্রীদের মক্কা,মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ) ১২৬০ সৌদি রিয়াল (১২৬০.০০ × ২২.৫০)	২৮,৩৫০.০০
	উপমোট	১,৭৬,০৯৭.৩৭
	বি.দ্র.: এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করা হলে হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ (১৭৮.৫×২২.৫০)=৪০১৬.২৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে।	
৩	**অন্যান্য খরচ :**	
৩.১	**স্থানীয় সার্ভিস চার্জঃ** আইডি কার্ড, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি	৮০০.০০
৩.২	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৩.৩	প্রশিক্ষণ ফি :	৩০০.০০
৩.৪	চিকিৎসা কেন্দ্র ফি	১০০.০০
৩.৫	খাওয়া খরচ:	৩০,০০০.০০

বেসরকারি এজেন্সিসমূহ অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত খাত সমূহের ব্যয়ের পরিমাণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্যাকেজ-২ এ বর্ণিত **৩,৪৪,০০০.০০ (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা** এর নিম্নে নয় এ ধরনের প্যাকেজ প্রস্তুত করে নিজ নিজ প্যাকেজ অনুযায়ী খাত ভিত্তিক মক্কা ও মদিনার বাড়ি/হোটেল ভাড়া, খাওয়া খরচ, মোয়াল্লেমকে প্রদেয় সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বাবদ ব্যয় উল্লেখ করত: সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। *তাছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ অতিরিক্ত ৫২৫ (পাঁচশত পঁচিশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১১,৮১২ (এগার হাজার আটশত বার) টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।*

প্যাকেজ অনুযায়ী বাড়ি/হোটেল ভাড়াকরণ, ক্যাটারিং কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও হজযাত্রীদের সৌদি আরব গমনাগমন নিশ্চিত করবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সৌদি আরবে প্রত্যেকটি হজ এজেন্সির নিজ নামে ব্যাংক হিসাব সচল রাখতে হবে এবং উক্ত হিসাবের মাধ্যমে আবাসন ও খাবারের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। যে সব হজ এজেন্সি SAMA (Saudi Arabian Monitoring Agency) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব সচল রাখবে না এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বাড়ি/হোটেল ভাড়া ও খাবারের অর্থ পরিশোধ করবে না, সে সব হজ এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণে রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমোদন পাবে না। এ সংক্রান্ত সব কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করতে হবে। ১৩ জিলহজ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ৫০% মীনায় অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি হজ এজেন্সিসমূহ কোন অবস্থাতেই সরকার ঘোষিত প্যাকেজ নং-২ এর নিম্নে কোন প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিকে অবশ্যই সরকারি হজযাত্রীদের জন্য ন্যূনতম নির্ধারিত অতিরিক্ত সেবা ক্রয়ের চুক্তি সৌদি মোয়াল্লেমের সাথে করতে হবে।

নোটঃ (১)প্রতি সৌদি রিয়াল ২২.৫০ (বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে ধরা হয়েছে।

(২) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমসাময়িক বাজার দর অনুযায়ী হবে।

(৩) যে সব ব্যক্তি **দুই বার বা তদূর্ধ্ব** হজ করেছেন অথবা হজ ভিসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু হজে গমন করেননি তাঁদের মধ্যে যারা ২০১৯ সনে পুনরায় হজ করবেন তাঁদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাটসহ অতিরিক্ত চার্জ সৌদি রিয়াল ২,১০০ (দুই হাজার একশত) সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক যে কোন চার্জ আরোপিত হলে তা পরিশোধ করতে হবে।

(৪) হজ প্যাকেজে রাজকীয় সৌদি সরকারের ৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৫) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫০ সৌ. রি. এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌ. রি. ব্যাংক গ্যারান্টি বাবদ মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১৫৩০ টাকা বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মোট হজযাত্রীর সংখ্যার বিপরীতে হজযাত্রী প্রতি ১৫৩০ টাকা হারে সর্বমোট অর্থের সমপরিমাণ টাকা গ্যারান্টি হিসেবে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিবেন। হজ কার্যক্রম শেষে জমাকৃত পে-অর্ডারটি ফেরত পাবেন।

(৬) বেসরকারি এজেন্সি গড়ে ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য একজন গাইড প্রদান করবে। গাইড একজন হজযাত্রীর পক্ষে বাংলাদেশ ও সৌদিআরবে প্রশাসনিক কার্যাদি সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের হজের আহকাম ও আরকান পালনে সহায়তা করবেন। এছাড়া তিনি হজযাত্রীদের ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। গাইডগণ হজযাত্রীদের ব্যক্তিগত সহকারী বা হজকর্মী নয় এবং কোন গাইড কোন হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হবেন না।

(৭) ***এ বছর সৌদি সরকার কর্তৃক মিনায় তাবুতে বহুতল বিশিষ্ট খাটের ব্যবস্থা করা হলে হজযাত্রীকে ১৭৮.৫০ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ (১৭৮.৫x২২.৫০)=৪০১৬.২৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে।***

৩.২ **বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধন**

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি অনুযায়ী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৯ খ্রি. (১৪৪০ হিজরি) সনে নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত **৩০,৭৫২/- (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার** মধ্য হতে **জমজম পানি বাবদ-(১১.৫৫ সৌ.রি.)=২৫৯.৮৭/- (দুইশত উনষাট টাকা সাতাশি পয়সা) টাকা, ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ-(৩৮.০০ সৌ.রি.)=৮৫৫.০০ (আটশত পঞ্চান্ন) টাকা, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ বাবদ-৮০০/- (আটশত) টাকা, হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) বাবদ-২০০/- (দুইশত) টাকা, প্রশিক্ষণ ফি বাবদ-৩০০/- (তিনশত) টাকা, চিকিৎসা কেন্দ্র ফি-১০০/- এবং প্রাক-নিবন্ধন ফি বাবদ- ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকাসহ সর্বমোট (২৫৯.৮৭ +৮৫৫.০০ +৮০০.০০ +২০০.০০+ ৩০০.০০+১০০.০০+২০০০.০০)= ৪,৫১৪.৮৭ (চার হাজার পাঁচশত চৌদ্দ টাকা সাতাশি পয়সা) টাকা অর্থাৎ ৪,৫১৫.০০ (চার হাজার পাঁচশত পনের) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট (৩০,৭৫২.০০ - ৪,৫১৫.০০)= ২৬,২৩৭.০০ (ছাব্বিশ হাজার দুইশত সাইত্রিশ) টাকা** (জনপ্রতি) নিবন্ধনের সময় নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির মোট হজযাত্রী সংখ্যার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এজন্সিকে ফেরত দেয়া হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট **অর্থ** নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে আগামী ২৮/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখ অথবা সরকার কর্তৃক পুণরায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সিস্টেমে উক্ত অর্থ প্রাপ্তি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করবে। অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে হজযাত্রীর হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (HMIS) তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদানপূর্বক হজ নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। যে সব প্রাক নিবন্ধিত হজযাত্রীর বিপরীতে প্যাকেজ মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হবে না সে সব প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী হজে গমনে অনিচ্ছুক বলে গণ্য হবেন। তাদের পরবর্তী কার্যক্রম জাতীয় হজ

	ও ওমরাহ নীতির অনুচ্ছেদ ৩.১.৯ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। **তবে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর টিকিটের জন্য পে-অর্ডার ব্যতীত উত্তোলন করতে পারবে না।**
৩.৩	প্রাক-নিবন্ধন বাতিল /স্থানান্তর প্রক্রিয়া **বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত কোন ব্যক্তির লিখিত অনুরোধ/সম্মতির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে তার প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর করবে।** এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,৭৫২/- (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং প্রসেসিং ফি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,৭৫২/- (পঁচিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টে ফেরত দেয়া হবে। **কোন হজযাত্রী স্বেচ্ছায় এজেন্সি পরিবর্তন করতে চাইলে এজেন্সি স্থানান্তরে বাধ্য থাকবে সেক্ষেত্রে তাকে পূর্বের এজেন্সিকে অতিরিক্ত ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। তবে এজেন্সি কোটা পূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণের জন্য মনোনীত না হলে, সে ক্ষেত্রে হজযাত্রীর সম্মতিক্রমে স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীর নিকট থেকে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না।**
৩.৪	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীকে ৩.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থ ছাড়াও নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সি ঘোষিত হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানী খরচ বাবদ অতিরিক্ত ৫২৫ (পাঁচশত পচিশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১১,৮১২ (এগার হাজার আটশত বার) টাকা কম/বেশি পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে। এক্ষেত্রে সৌদি সরকারের অনুমোদিত কুরবানীর প্রজেক্টের মাধ্যমে কুরবানী করা সমীচীন। প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে মিনা-আরাফা এ মোয়াল্লেমের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, মক্কা-মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া সৌদি আরবে প্রেরণ করতে হবে। হজ গাইড বাবদ খরচ প্রত্যেক হজ এজেন্সি নিজ নিজ হজ প্যাকেজ অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।
৩.৫	হজ এজেন্সিসমূহ তাদের হজযাত্রীগণের বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ সরাসরি যাতায়াত নিশ্চিত করবে।
৩.৬	প্রতিস্থাপন (Replacement): নিবন্ধিত কোন হজযাত্রী মৃত্যুজনিত বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজযাত্রা না করতে পারলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির ৩.১.১৭ এর আলোকে অন্য কোন প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি হজে প্রেরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে ফরম-১০ পূরণ করে আবেদন করতে হবে। আবেদনটি অনুমোদিত হলে প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর পিলগ্রিম আইডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন হজযাত্রী প্রাপ্য হবেন। তবে কোন অবস্থাতেই একটি এজেন্সি **৫%** এর বেশি হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। প্রতিস্থাপন এর ক্ষেত্রে নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই। প্রতিস্থাপনকৃত ও প্রতিস্থাপনকারী হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন হজের পরে বাতিল হয়ে যাবে। **রমজানের মধ্যে** হজযাত্রী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রতিস্থাপনের কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
৩.৭	শুধু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষিত বৈধ হজ এজেন্সি হজ অফিস, ঢাকার সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনপূর্বক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করত: হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে। ঘোষিত প্যাকেজে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন খাতের অর্থের বিভাজন এবং হজযাত্রীর প্রদেয় সেবার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (হজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফরম-১৫) সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন হজ এজেন্সি হজ বাবদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি চুক্তির মূল কপি হজযাত্রীর নিকট প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি একটি অনুলিপি ঢাকাস্থ হজ অফিসে জমা প্রদান করবে এবং এক কপি নিজ অফিসে সংরক্ষণ করবে। উক্ত চুক্তির বাংলাসহ আরবি ভাষায় অনুবাদকৃত কপি বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, সৌদি আরবে জমা দিতে হবে।
৩.৮	হজযাত্রীগণের নিবন্ধনের জন্য প্যাকেজের সমুদয় অর্থ হজ এজেন্সির নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাংক হিসাব বিবরণী হজ অফিস, ঢাকার বরাবরে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকসমূহ নিবন্ধনের অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিশোধ করবে। কোন ব্যাংক হজ এজেন্সি/হজযাত্রীকে হজ বাবদ কোন প্রকার ঋণ প্রদান করতে পারবে না।
৩.৯	নিবন্ধনকারী প্রত্যেক হজ এজেন্সি নিবন্ধিত হজযাত্রীদের সমন্বিত একটি তালিকা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগর/ জেলা/ উপজেলা মেডিকেল বোর্ড প্রধানের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।
৩.১০	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মক্কা ও মদিনায় অবশ্যই বাড়ি/হোটেল ভাড়া এবং হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী ক্যাটারিং কোম্পানীর সাথে খাবার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম সমাপ্ত করে মক্কাস্থ হজ মন্ত্রণালয় থেকে নিজ নিজ এজেন্সির অনুকূলে নির্দিষ্ট বারকোড/স্টিকার সংগ্রহ করতে হবে। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসরিয়া/তাসনিফযুক্ত এক/ একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে। সৌদি নিয়ম মোতাবেক হারাম শরীফ থেকে ২ (দুই) কিলোমিটার বা এর অধিক দূরত্বে বাড়ি/হোটেল অবস্থানের ব্যবস্থা করলে অবশ্যই যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।
৩.১১	প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে অবশ্যই সৌদি আরবের বিধি-বিধান মেনে বাড়ি/হোটেল ভাড়া করতে হবে এবং **বাড়ী ভাড়ার অর্থসহ মুয়াল্লিমের অতিরিক্ত সার্ভিস সার্জ ও ক্যাটারিং বাবদ খরচ ও অন্যান্য খরচের অর্থ** হজ এজেন্সির সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। কোনক্রমেই তাসরিয়া/তাসনিফ ব্যতীত বাড়ি/হোটেলের সাথে চুক্তি করা যাবে না এবং চুক্তিবিহীন বাড়ি/হোটেলে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা করা যাবে না এবং বাড়ি/হোটেল ভাড়ার অর্থ নগদ পরিশোধ করা যাবে না। মক্কা ও মদিনার বাড়ীভাড়া রমজান মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করে তাসরিয়া/তাসনিফ অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। মক্কায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত নির্ধারিত বাড়ীতেই অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কোনক্রমেই আবাসনের জন্য

	তাসরিয়া/তাসনিফসহ ভাড়াকৃত বাড়ী/হোটেল ছাড়া অন্যত্র হজযাত্রীদের রাখা যাবে না। এর ব্যত্যয় সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের নিকট চরম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩.১২	রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেকটি হজ এজেন্সিকে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে অবস্থানকালে দৈনিক ৩ (তিন) বেলা খাবার সরবরাহের জন্য সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ক্যাটারিং কোম্পানীর সাথে বাধ্যতামূলক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, হজযাত্রীদের আবাসন ও খাবার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক মূল্য ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা না হলে হজ এজেন্সির হজযাত্রীদের অনুকূলে সৌদি কর্তৃপক্ষ বারকোড/স্টিকার ইস্যু করবে না।
৩.১৩	হজ এজেন্সিসমূহ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স লিঃ এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে আরবি রজব মাসের ১৫ তারিখ অথবা এতদ্বিষয়ে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাদের নিজ নিজ হজযাত্রী প্রেরণের তারিখ/**হজ ফ্লাইট সিডিউল চূড়ান্ত** করবে।
৩.১৪	প্রত্যেক হজ এজেন্সি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এবং সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স এর সাথে যোগাযোগ করে হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরব গমনাগমনের টিকিট সংগ্রহ করবে এবং পরিবহনকৃত হজযাত্রীদের সংখ্যা ও প্রদত্ত টিকিট অনুযায়ী বিমান ভাড়ার অর্থ হজযাত্রী পরিবহনে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহকে সরাসরি পরিশোধ করবে। সুষ্ঠুভাবে হজ ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ সকল টিকিট বিক্রি/বুকিং সরাসরি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির সমসংখ্যক হজযাত্রীর অনুকূলে বরাদ্দ ও ইস্যু করবে এবং দৈনিকভিত্তিক অনলাইনে প্রদর্শন করবে।
৩.১৫	প্রতি হজযাত্রীর জন্য নিবন্ধনের সময় আদায়কৃত বিমান ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষকে প্রদানের ভিত্তিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির শর্ত মোতাবেক গ্রুপ ও এজেন্সিভিত্তিক ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণপূর্বক টিকিট বরাদ্দ করবে। টিকেট বরাদ্দের পূর্বে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ করার নিমিত্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হাব, আটাব ও সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সভা করবে।
৩.১৬	হজযাত্রীগণ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) সংগ্রহ করে অনুমোদিত হজ এজেন্সির সহযোগিতায় সৌদি দূতাবাস হতে ইস্যুকৃত ভিসার মাধ্যমে হজে গমন করবেন। হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্স কর্তৃক হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার তথ্য অনলাইনে হালনাগাদ ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের ভিসার জন্য হজ অফিস, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। হজ এজেন্সি হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার হালনাগাদ তথ্য, এয়ারলাইন্স হতে প্রত্যয়নপত্র এবং হাবের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে তা হজ অফিস, ঢাকায় যাচাইয়ের জন্য জমা দিবে।
৩.১৭	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ ও কীটব্যাগ স্ব-স্ব দায়িত্বে ক্রয় করতে হবে। এক্ষেত্রে হজ প্যাকেজের অনুচ্ছেদ-৪.২২ অনুসরণযোগ্য। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর, মোয়াল্লেম নম্বর, হজ এজেন্সির নাম এবং সৌদি আরবে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির প্রতিনিধির মোবাইল নম্বরসহ ঠিকানা ইংরেজিতে লিখা বাধ্যতামূলক।
৩.১৮	হজ প্যাকেজের অর্থ হজযাত্রীগণ হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে এজেন্সিসমূহ শুধু এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত রশিদমূলে হজযাত্রীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। কোন হজ এজেন্সি দালাল বা তথাকথিত কাফেলার লিডার/তথাকথিত গ্রুপ লিডারের মাধ্যমে হজযাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। হজে গমনেচ্ছু প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পূর্বে হজে গমনেচ্ছুদের নিকট থেকে প্রাক্-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। শুধু নিবন্ধন তালিকায় প্রকাশিত হজযাত্রীদের নিকট হতে হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা যাবে।
৩.১৯	প্রত্যেক এজেন্সি হজ প্যাকেজ, হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, বারকোড/স্টিকার নম্বর ইত্যাদি তথ্য; হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, হজ অফিস, ঢাকা ও এজেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র; মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, বাড়ির রোড/এলাকার নাম; নিয়োজিত প্রতিনিধি ও হজকর্মীর সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্কপি পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে।
৩.২০	হজযাত্রীর মোবাইল/ফোন নম্বর না থাকলে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করার জন্য দুইজন নিকট আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর আবেদনপত্রে এবং হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হবে।
৩.২১	প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য একজন দক্ষ হজগাইড নিয়োগ করবে।
৩.২২	প্রত্যেক হজ এজেন্সি সর্বনিম্ন ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন এবং সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) জন হজযাত্রী হজে প্রেরণ করতে পারবে।
৩.২৩	কোন এজেন্সি কোটার কম হজযাত্রী পেলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি হিসাবে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করা হলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক কালো তালিকাভূক্ত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ হজযাত্রীদের **লিখিত সম্মতিক্রমে** অন্য বৈধ লাইসেন্সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। নিবন্ধনকারী এজেন্সির সাথে স্থানান্তরকারী এজেন্সি তার হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী নিবন্ধনের

	সমুদয় অর্থ নিবন্ধনকারী এজেন্সির একাউন্টে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে অবশ্যই জমা প্রদান করবে। হজযাত্রী নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজযাত্রী প্রেরণ ও দেশে প্রত্যাগমন এবং সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রাপ্য সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব নিবন্ধনকারী এজেন্সিকে বহন করতে হবে।
৩.২৪	রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক মক্কাস্থ হাব প্রতিনিধির সাথে পরামর্শক্রমে কাউন্সেলর (হজ), মক্কা কর্তৃক মক্কা আল-মোকাররমা এবং মদিনা আল-মুনাওয়ারায় মোট হজযাত্রীর ১% হারে অতিরিক্ত সীট ভাড়া নিশ্চিত করা হবে।
৩.২৫	ফ্লাইটের সময়সূচীর ব্যাপারে স্থানীয় সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তন ছাড়া মিশন বা এজেন্সি কিংবা এয়ারলাইন্স কর্তৃক কোন পরিবর্তন হজ মন্ত্রণালয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।
৩.২৬	জেদ্দাস্থ বিমানবন্দর অথবা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনকালে হজযাত্রীদের সাথে অথবা হজ এজেন্সির বৈধ প্রতিনিধির নিকট মদিনার আবাসনের চুক্তির কপি থাকতে হবে।
৩.২৭	মক্কা-আল-মোকাররমা অথবা বাংলাদেশ থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনের জন্য সকল হজযাত্রীর মদিনায় আবাসন চুক্তির বিবরণী Online-এ থাকতে হবে।
৩.২৮	একই হজ ফ্লাইটে ৩ টির অধিক হজ এজেন্সির হজযাত্রী পরিবহন করতে পারবে না। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ৪৪ জনে ১ জন করে দক্ষ গাইড হিসেবে নির্দিষ্ট থাকতে হবে। যা হজ ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূর্বে সম্পন্ন করত: ঢাকা হজ অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
৩.২৯	হজের পূর্বে ২৫ জিলকদ ১৪৪০ হিজরির পরে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা কিংবা জেদ্দা থেকে সড়ক পথে মদিনা-আল -মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।
৩.৩০	হজের পূর্বে ৫ জিলহজের পরে কোন হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না।
৩.৩১	হজের পূর্বে ৫ জিলহজের পরে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থানের লক্ষ্যে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার কোন চুক্তি করা যাবে না।
৩.৩২	হজের পরে মক্কা থেকে ১৪ জিলহজের পূর্বে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।
৩.৩৩	আকাশ পথে জেদ্দা থেকে মদিনা যাওয়ার সর্বশেষ তারিখ ২ জিলহজ তবে সেক্ষেত্রে ৫ জিলহজের পূর্বে মদিনা-জেদ্দার ফিরতি টিকেটে বুকিং কনফার্ম থাকতে হবে।
৩.৩৪	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম নির্বাচন ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা হজ এজেন্সিসমূহ প্রতিপালন করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোনাজ্জেমদের হজ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সৌদি সরকারের ভিসা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভিসা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হবে।
৩.৩৫	বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বছর মিসফালাহ, জিয়াদ, শিয়াবে আমের, গাজ্জা, জারোয়াল, সৌকিয়া ও আজিজিয়া এলাকায় গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে।
৩.৩৬	সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত/নির্দেশনাসমূহ প্রত্যেকটি হজ এজেন্সি অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে।
৩.৩৭	কোনক্রমেই একটি ফ্লাইটে ৩ (তিন) জন মোয়াল্লেমের আওতা বহির্ভূত হজযাত্রী প্রেরণ করা যাবে না।
৩.৩৮	ই-হজ ম্যানেজমেন্ট চালু হওয়ায় বাড়ি ভাড়া, পরিবহন, **মুয়াল্লেমের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ** ও ক্যাটারিং সার্ভিসকে প্রদত্ত অর্থসহ সকল অর্থ ই-পেমেন্টের (স্ব স্ব এজেন্সির নামে খোলা IBAN নম্বর) মাধ্যমে সৌদি আরবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩.৩৯	হজযাত্রীর ভিসাযুক্ত পাসপোর্টের পিছনে (Back Cover) মোয়াল্লেম নম্বর, মক্কা/মদিনার আবাসনের ঠিকানা সম্বলিত প্রিন্টেড স্টিকার সংযুক্ত করতে হবে। প্রিন্টেড স্টিকার প্রদান করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে হাতে লেখা মোয়াল্লেম নম্বর মক্কা/মদিনার আবাসন ঠিকানা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমানবন্দর হতে সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে হজ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি বাতিল করতে পারে। উক্ত পাসপোর্টের সাথে বিমানের টিকেটও সংযুক্ত থাকতে হবে। এটি ব্যতীত কোন হজযাত্রীকে ঢাকাস্থ হজ অফিসে আনা যাবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীর তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকেটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ অফিসে নিয়ে আসবেন।

৪. সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য তথ্যাদি ও করণীয়:

৪.১	হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) সংগ্রহ করতে হবে, **যার মেয়াদ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত থাকতে হবে**। প্রাক-নিবন্ধনকালীন ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধনের নম্বর পাসপোর্টে ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর হিসেবে উল্লেখ থাকতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্য সংবলিত পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র করা যাবে না। সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে জেলাভিত্তিক হজযাত্রীদের ১০ (দশ) আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হবে।

৪.২	মাহারাম ব্যতীত কোন মহিলা হজযাত্রী কোনক্রমেই হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। মহিলা হজযাত্রীগণকে মাহরামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে।
৪.৩	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স হজযাত্রী পরিবহনের দায়িত্ব পালন করবে।
৪.৪	জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির বিধান অনুসারে শুধু নিবন্ধিত হজযাত্রীর মৃত্যু/গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ ফেরত দেয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী কর্তৃক জমাকৃত **সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি** সৌদি আরবে প্রেরণের পরে কোন অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য হবে না। শুধু সৌদি কর্তৃপক্ষ ফেরত দিলেই তা ফেরতযোগ্য হবে।
৪.৫	বাংলাদেশী টাকার সাথে মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়াল এর বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্ধিত টাকা ও বিমান ভাড়া হজযাত্রীকেই পরিশোধ করতে হবে।
৪.৬	হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।
৪.৭	হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
৪.৮	হজে গমনেচ্ছু প্রত্যেক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৭০ (সত্তর) বছর বা ততোধিক বয়স্ক হজযাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট হতে বিশেষ স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং Online-এ হালনাগাদ করবে।
৪.৯	হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশেই প্রদান করবে এবং সম্মানিত হজযাত্রী বোর্ডিং পাস হারিয়ে ফেললে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ফিরতি ফ্লাইটের ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যু করবে।
৪.১০	**সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশে সৌদি আরব যাত্রার ন্যূনতম ৩ (তিন) দিন পূর্বে ঢাকাস্থ আশকোনা হজক্যাম্পে আগমন করবেন।** হজক্যাম্পে অবস্থানকালে হজের বিভিন্ন আহকাম-আরকানসহ জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ও অডিও ভিজুয়্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদেরকে ৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৪.১১	এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমণকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কোন ঔষধ সঙ্গে নিতে পারবেন না। চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যেমন: রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।
৪.১২	সৌদি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান থেকে হজযাত্রীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা যাবে না। এক্ষেত্রে স্বীকৃত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।
৪.১৩	ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ কোন ক্রনিক ডিজিজের রোগীরা প্রেসক্রিপশনসহ অবশ্যই ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের ঔষধ সঙ্গে নিয়ে যাবেন।
৪.১৪	প্রতি হজযাত্রীর জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পিলগ্রিম আইডি কার্ড প্রদান করা হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের আইডি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এটি সৌদি আরবে সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে।
৪.১৫	আল-মাশায়ের আল-মোকাদ্দাসার (মিনা-আরাফা- মুজদালিফা) বাস ভাড়ার কুপনের অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।
৪.১৬	হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।
৪.১৭	সৌদি আরবে অবস্থানকালে বাসস্থানের বাইরে গেলে হজযাত্রীকে পরিচয়পত্র, মোয়াল্লেম কার্ড ও হোটেলের কার্ড অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে এবং মহিলা হজযাত্রীদের স্কার্ফের মধ্যভাগে অবশ্যই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছাপ থাকতে হবে।
৪.১৮	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ভিসা প্রদানসহ আধুনিক হজ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার ও সিস্টেম প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করবে।
৪.১৯	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠেয় হজ চুক্তিতে বর্ণিত/উল্লিখিত নির্দেশনা/শর্তসমূহ সকল হজযাত্রী অনুসরণে বাধ্য থাকবে। ভিক্ষা, রাজনৈতিক সমাবেশ, অনৈতিক কাজসহ যে কোন অপরাধমূলক কাজের বিষয়ে সৌদি সরকার তাদের প্রচলিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৪.২০	হজযাত্রীদের মালামাল যাতে না হারায় এবং Mishandle হলে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা বিধান করা যায় সে বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া Luggage Tracking System (LTS) চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সাথে যে কোন সময়ে Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীদের প্রদান করা যায়। লাগেজের বিষয়ে সকল

হজযাত্রীকে অবশ্যই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এজন্য সকল হজযাত্রীকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশ/পরামর্শ ভাল করে পড়া/পালনের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৪.২১ রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক/দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত সকল হজযাত্রীকে সৌদি আরবে দাফন করা হবে। হজ মৌসুম শেষে মৃত হাজীর মৃত্যু সনদ (ডেথ সার্টিফিকেট) হজ অফিস, ঢাকার মাধ্যমে মৃতের ওয়ারিশ/বৈধ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হবে।

৪.২২ **লাগেজ:** বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ ও কীটব্যাগ সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণকে স্ব-স্ব দায়িত্বে ক্রয় করতে হবে। হজযাত্রীদের লাগেজে নাম, আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নম্বর ও মোয়াল্লেম নম্বর ইংরেজিতে লেখা বাধ্যতামূলক। সকল হজযাত্রীকে অবশ্যই বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স এবং বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের লাগেজ সংক্রান্ত নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। এ জন্য সকলকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশ/পরামর্শ মেনে চলতে হবে। লাগেজের সংখ্যা, ওজন ও আকার অবশ্যই নিম্নরূপ হবে:

বর্ণনা	সংখ্যা	ওজন	আকার
চেক-ইন-ব্যাগ	২	প্রতিটি সর্বোচ্চ ২৩ কেজি	**৬৫ সে.মি. ×৪৫ সে. মি.×২৫ সে.মি.**
হাত ব্যাগ (হ্যান্ড লাগেজ)	১	সর্বোচ্চ ৭ কেজি	৪৫ সে. মি.× ৩৫ সে. মি. ×২০ সে. মি.

৪.২৩ **হারানো লাগেজ:** হজযাত্রী জেদ্দা/মদিনা এয়ারপোর্টে লাগেজ না পেলে তা বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় জানাবেন। ঢাকায় ফেরত আসার পথে হারিয়ে গেলে এয়ারপোর্টে "লস্ট এন্ড ফাউন্ড" সেকশনে জানাতে হবে। লাগেজ পাওয়া গেলে, হেল্পডেস্ক হতে হজযাত্রী/তার গাইড বা এজেন্সির প্রতিনিধিকে ফোন করা হবে।

৪.২৪ **জমজমের পানি:** প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জমজম পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বা সৌদি এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তাঁর এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কীভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

৪.২৫ **হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা:** বাংলাদেশ সরকার মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশী ডাক্তার দিয়ে একটি করে চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করে। এছাড়াও জেদ্দায় সার্বক্ষণিকভাবে হজ চিকিৎসক দল কাজ করে। চিকিৎসা কেন্দ্রে হেল্পডেস্ক হতে প্রোফাইলসহ ট্রিটমেন্ট কার্ড দেয়া হয়, যা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। চিকিৎসা কেন্দ্রে আসার পূর্বে হজযাত্রীকে পুরোনো প্রেসক্রিপশন/সৌদি আরবে ইস্যু করা ট্রিটমেন্ট কার্ড সঙ্গে আনার পরামর্শ দেয়া হলো।

৪.২৬ **বাংলাদেশ হজ অফিস:** হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ও জেদ্দা এয়ারপোর্টে বাংলাদেশ হজ অফিস কার্যকর থাকবে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এই অফিসসমূহে সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করে থাকেন। হজযাত্রীগণকে কোন অসুবিধায় প্রয়োজনীয় তথ্য/দালিলিক কাগজসহ নিকটস্থ হজ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

৪.২৭ **অভিযোগ:** হজযাত্রীদের কোন অভিযোগ থাকলে হেল্পডেস্ক হতে অভিযোগ ফরম (১৭ ক বা ১৭ খ) সংগ্রহ করে তাদের অভিযোগ হজ অফিস, ঢাকা বা বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় জানাতে পারবেন। অভিযোগের বিপরীতে আনুষাংগিক কাজগপত্রসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে হবে।

৪.২৮ হজ ফ্লাইট সিডিউল এবং ফ্লাইট চলাচল সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। হজ টাস্কফোর্সের আহ্বায়কের তত্ত্বাবধানে হজ ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম হতে এ তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, হজ টাস্কফোর্স, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্স যৌথভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করবে।

৪.২৯ প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ভিসা বা হজ ব্যবস্থাপনায় কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী এবং হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে।

৪.৩০ অতিরিক্ত তথ্য জানার প্রয়োজন হলে **হজ তথ্যসেবা কেন্দ্রের ফোন: +৮৮০৯৬০২৬৬৬৭০৭** অথবা পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমান বন্দর, ঢাকা এর ফোন: **৪৮৯৫৮৪৬২, ৭৯১২৩৯১, ৭৯১১৭১৩** অথবা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের ফোন: **৯৫৮৫২০০, ৯৫৭৬৩৪৯** -এ যোগাযোগ যাবে। এ ছাড়াও **জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়** এবং জেলায় অবস্থিত **উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের** কার্যালয় হতে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

২২.১.১৯

মোঃ আনিছুর রহমান
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৯.১৮.২১৪ তারিখ: ১২.০২.২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,মন্ত্রণালয়/বিভাগ...।
৪. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৫. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, রাজকীয় সৌদি দূতাবাস,গুলশান, ঢাকা।
৬. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।
৭. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৯. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
১২. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা (দৃ: আ: প্রধান সমন্বয়ক, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার)।
১৮. অতিরিক্ত সচিব (আইন/উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লি., প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
২১. পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), তেজগাঁও, ঢাকা।
২২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
২৩. যুগ্মসচিব (সকল)................................. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন, সচিবালয় লিঙ্করোড, ঢাকা।
২৫. কনসাল জেনারেল, কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, জেদ্দা, সৌদি আরব।
২৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ভাইস প্রেসিডেন্ট,..ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এ বিষয়ে তাঁর আওতাধীন শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৭. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা, সৌদি আরব।
২৮. জেলা প্রশাসক (সকল)...।
২৯. উপসচিব (সকল), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমান বন্দর, ঢাকা।
৩০. পুলিশ সুপার (সকল)..।
৩১. পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩২. সিভিল সার্জন (সকল)...।
৩৩. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় হজ প্যাকেজটি প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩৪. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩৫. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩৬. মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৮. সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (এ হজ প্যাকেজটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mora.gov.bd) প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)... ।
৪০. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (সকল)...।
৪১. উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সকল জেলা)... ।
৪২. কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ, ঢাকা/জেদ্দা, সৌদি আরব।
৪৩. উপপরিচালক, ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪৪. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ঢাকা, সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা), হোটেল ভিক্টোরী, ৩০/এ নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা (সকল হজ এজেন্সীকে অবহিতকরণের অনুরোধ করা হলো) ।
৪৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (এ হজ প্যাকেজটি হজের ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪৬. স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ---।
৪৭. জনাব ---।
৪৮. অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

১২/০২/১৯

আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৪৩২২

D:\DBM\SALAM 2019\Hajj Nitemala & Package-2019\Hajj Package-2019\Hajj package- 11022019 Final For Print.doc.doc